১৪৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAY 6 1999
পৃষ্ঠা 7 কলাম 8

বিএম কলেজে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধ বোমা ॥ মহিলা পুলিশসহ আহত ২৫ গ্রেফতার ২

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল থেকে ॥ সরকারী বিএম কলেজে ছাত্রলীগের দু' গ্রুপে ঘন্টাকালব্যাপী বন্দুকযুদ্ধ হয়। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে এক মহিলা পুলিশ কনস্টেবলসহ ২৫ জন আহত হয়েছে। সংঘর্ষকালে অন্তত ২৫ রাউন্ড গুলিবিনিময় ও ৮/৯টি হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটে। কলেজে আজ বৃহস্পতিবার থেকে এক মাসের গ্রীষ্মকালীন ছুটি শুরু হচ্ছে। বুধবার বেলা ১১টায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ মলয় ও পিন্টু নামে দু' ছাত্রলীগ কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। এ তথ্য প্রত্যক্ষদর্শীদের। বিএম কলেজে ছাত্রলীগ নেতা মাহমুদুল হক মামুনের সঙ্গে জসীমউদ্দিনের বিরোধ দীর্ঘদিনের। ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বুধবার ১১টায় জসিম ও তার সমর্থকরা মামুনের সমর্থকদের সাথে বচসায় লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে হিন্দি ফিল্মে মতো উভয় পক্ষ অস্ত্র বের করে গুলি করতে করতে এ্যামবুশ করে। দু'পক্ষের মধ্যে গুলিবিনিময় হতে থাকে। মামুন সমর্থকরা এক পর্যায়ে জসিম ও তার সমর্থকদের ধাওয়া করে। জসিম কলাভবনের ওপরে উঠে আত্মরক্ষা করে। অন্যরা পালিয়ে যায়। সংঘর্ষে উভয় পক্ষ অত্যাধুনিক পিস্তল, রিভলবার, কাটা রাইফেল ও পাইপগান ব্যবহার করে।

সংঘর্ষ চলাকালে মুহুর্মুহু গুলি ও বোমার আওয়াজে ক্যাম্পাসে এক নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ছাত্রছাত্রীরা প্রাণভয়ে ছোটাছুটি করে। অনেক ক্লাসরুমে ছাত্রছাত্রীরা মেঝেতে বসে পড়ে। এক ঘন্টার এ বন্দুকযুদ্ধে উভয় পক্ষ অন্তত ২৫ রাউন্ড গুলিবর্ষণ ও ৮/৯টি হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। জসিম গ্রুপ পশ্চাদপসরণ করলে বিজয়ী (!) মামুন গ্রুপ ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। উভয় পক্ষ ক্যাম্পাস ত্যাগ

(শেষ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

বিএম কলেজে

(প্রথম পাতার পর)

করলে পুলিশ সক্রিয় হয়। পরে পুলিশ মাহমুদুল হক মামুনের বাড়ি থেকে পিন্টু ও মলয়কে গ্রেফতার করে। এ নিয়ে আরেক নাটক হয়। গ্রেফতারকৃতদের নূতনবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। মাহমুদুল হক মামুন পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছে দাবি করে, তার নিরীহ দুই সমর্থককে ছেড়ে দিতে হবে অথবা তাকেও গ্রেফতার করতে হবে। মামুন জসিম সমর্থকদের গ্রেফতার দাবি করে। পুলিশের এডিশনাল এসপি এ ব্যাপারে আশ্বাস দেন। পরে পুলিশ গ্রেফতারকৃতদের থানায় চালান দেয়। অপরদিকে বিএম কলেজে বন্দুকযুদ্ধের ঘটনায় শাহনাজ (২২) নামের এক মহিলা পুলিশ কনস্টেবল গুলিতে আহত হয়েছেন। জানা গেছে, তিনি তাঁর বোনকে ভর্তি করতে কলেজে গিয়েছিলেন। তাঁর কানের পাশে গুলিতে জখম হয়েছে। তিনি শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি। কবির (২২) নামে ঐ হাসপাতালে আহত আরও একজন ভর্তি হয়েছে। অন্যরা প্রাথমিক চিকিৎসা এবং গ্রেফতার এড়াতে স্থানীয় ক্লিনিকের শরণাপন্ন হয়েছে। সরকারী বিএম কলেজে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আজ বৃহস্পতিবার থেকে ১০ জুন '৯৯ পর্যন্ত গ্রীষ্মকালীন ছুটি ও এইচএসসি পরীক্ষার জন্য বন্ধ শুরু হয়েছে।

১৯৯৭ সালের ২৪ ডিসেম্বর সরকারী বিএম কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এ দু' গ্রুপের সংঘর্ষে মামুন গ্রুপের মুশতাক হোসেন (১৮) নামে এক ছাত্রলীগ কর্মী নিহত হয়। এ ঘটনায় আজ পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। বরিশাল শহর ছাত্রদল নেতা সাইফুল আহসান আজিম ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের নিন্দা জানান।